আদিবাসী অধিকার সব উপায়ে রক্ষা করা আবশ্যক -- জুয়াল ওরাম, জনজাতীয় বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জনজাতীয় বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (Union Minister for Tribal Affairs) জুয়াল ওরাম তার দপ্তরের ব্যাপারে এবং দেশের উপজাতির কল্যাণার্থে ভুবনেশ্বরে একটি বিশদ সাক্ষাৎকার দেন উদয় ইন্ডিয়া ব্যুরোর সাংবাদিক শ্রী নাগেশ্বর পটনায়েককে। উদয় ইন্ডিয়া ব্যুরোর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই সাক্ষাৎকারটি তাদের অনুমতি সাপেক্ষে অনূদিত করে প্রকাশ করা হল।

প্রশ্ন: রাস্তা, রেল লাইন, সেচ খাল ও বিদ্যুৎ টাওয়ারের মতো জরুরি পরিসেবার পরিকাঠামোর বিস্তারের জন্য অরন্যের অধিকার আইনটিকে [Forest Rights Act (FRA)] লঘু করবার একটি প্রস্তাব সরকারের পক্ষ থেকে আছে। এটা কি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না?

শ্রী ওরাম : শুরুতেই জানাই এই প্রস্তাবটি এখনো আলোচনাধীন। অরন্যের অধিকার আইনের ২ নং অধ্যায় অনুযায়ী সড়ক ও অঙ্গনওয়াড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাড় প্রদান করা হয়। কিন্তু রেল লাইন, জাতীয় সড়ক, খাল ও বিদ্যুতের টাওয়ার নির্মান এই ছাড়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আদিবাসী মানুষের সাহায্যের জন্য এই সব প্রকল্পে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। সেইজন্য এই পরিযোজনাকে সংশোধন করে অরন্যের অধিকার আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আলোচনা চলছে, যদিও এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। দলমত নির্বিশেষে পল্লী সভা বা গ্রাম সভায় ঐক্যমত গৃহীত হবার পর তা এফ.আর.এ দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে অনুমোদিত হতে হবে। এই আইনের যে কোনো সংশোধনীর জন্য সংসদে অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন: সম্প্রতি মহারাষ্ট্র গ্রাম বন বিধির মাধ্যমে ভারত সরকারের অরন্যের অধিকার আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে বেশ কিছু বিতর্ক সামনে এসেছে। বর্তমানে আপনার মন্ত্রালয় মহারাষ্ট্র সরকারকে এই বিধি প্রত্যাহার করার আদেশ দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী বা সহকর্মীরা, যেমন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন

মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি বা পরিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভেড়েকার আপনার সাথে পৃথকভাবে যোগাযোগ করে আপনার মন্ত্রালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টার ফলে আদিবাসীদের বনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে কি আপনার মনে হয়?

শ্রী ওরাম : ২০১৪ সালের মে মাসে মহারাষ্ট্রের রাজস্ব ও বন দপ্তর যে 'মহারাষ্ট্র গ্রাম বন বিধি' জারি করে, যা আমাদের মন্ত্রালয়ের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এই বিধি অরন্যে বসবাসকারী মানুষদের জঙ্গল ও বন্য পণ্যের উপর আইনত অধিকারের যে প্রাথমিক ধারনা তাকেই উল্লঙ্ঘন করে। আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছিলাম এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে এবং রাজ্য সরকারও সম্মত হয়ে এই প্রস্তাবটিকে মুলতুবি করে। অরন্যের অধিকার আইন এবং বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী গ্রামসভা হল সর্বোচ্চ। আমার সহকর্মী শ্রী নিতিন গড়করি, শ্রী প্রকাশ জাভড়েকার আমাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁরাও পরবর্তী ক্ষেত্রে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে রাজ্যের আইনের তুলনায় কেন্দ্র বর্ণিত উপরিউক্ত আইন দু'টির গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই কারণ বিষয়টির সমাধান হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: আপনি উড়িষ্যার পস্কো প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন, যদিও ইস্পাত ও খনির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটা পরিষ্কার করেছেন যে তার মন্ত্রালয় শীঘ্রই এই প্রকল্পের সব বাধা দূর করবে। এই পরিস্থিতে আপনি কতক্ষণ আপনার অবস্থান বজায় রাখতে পারবেন?

শ্রী ওরাম : আমি পস্কোর বিদেশি বিনিয়োগের বিপক্ষে নই, আমি শুধু বিরোধিতা করেছি দক্ষিণ কোরিয়ার এই কোম্পানীর প্রাপ্ত সুবিধার বিরুদ্ধে। আমি এখনও আমার অবস্থানেই অনড় রয়েছি কারন কান্দাহারের এই লৌহ আকরিক খনি পরিবেশগত কারণে অন্যান্য কর্পোরেট হাউস অথবা পস্কোকে কখনই হস্তান্তর করা উচিত নয়। কান্দাহার এমন একটি জায়গা যা হাজার মানুষের কাছে বিখ্যাত তার অনন্য জলপ্রপাত ও ধর্মীয় মাহাত্ম্যের জন্য। আমরা সেখানে খনন করতে পারিনা। জনজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রী হয়ে আমি

চেষ্টা করবো আমার সরকারকে বোঝাতে যে কান্দাহারে পস্কো অথবা অন্য কোনো কোম্পানীকে ওই স্থানে খনন করার অনুমতি না দেয়।

উড়িষ্যা এবং অন্যান্য রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উপজাতীয় অধিকার সংস্কার ও পরিবেশ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের প্রকল্পের কাজ চালাচ্ছে। বর্তমান সরকার এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কি ভাবছে??

আমি কোনো শিল্প প্রকল্পের বিরোধিতা করছি না। কিন্তু উপজাতীয় অধিকার সব ক্ষেত্রেই রক্ষা করা হবে, সব প্রকল্প তখনই কার্যকারী হবে যখন আদিবাসীদের পূর্ণ সম্মতি থাকবে। যদি এর কোনো উল্লঙ্ঘন হয় তখন আমার মন্ত্রালয় উপজাতীয় অধিকার প্রকল্প অনুসারে কাজ করবে।

পঞ্চায়েতের অধীনে বিধান(তফশিলি এলাকার বিস্তার) আইন [পিইএসএ] মূলতঃ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সম্পদ রক্ষা করার জন্য এবং অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাদের একজোট করে । কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সম্পদগুলির বেশিরভাগই ব্যক্তিগত শিল্পের পিইসা এলাকায় এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন চলছে। আপনার মন্ত্রালয় বাস্তবায়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

আমি এই বিষয়ে সচেতন। পিএসার মূল নীতি কখনই মৌলিক প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা প্রদত্ত করে না কিন্তু গ্রামীণ এলাকার গ্রাম সভার জন্য কিন্তু এটি অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র স্থাপনের মূল উপায়। পিএসা গ্রামসভা কে ক্ষমতাপ্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় বিষয় কে নির্ধারণ করার জন্য যেমন মদের বিক্রয় ও ভোগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ, বনজ সম্পদের উপর মালিকানা, জমির হস্তান্তকরণ ও অবৈধ জমির পুনরুদ্ধারকরণ, ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ ও জমি অধিগ্রহণ। তবে এটা সত্য যে ক্ষমতা হস্তান্তর এখনও আদিবাসী পালন করতে সমর্থ। বাধ্যতামূলক বিধান সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মহিলা,

এস.সি, এস.টিদের বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করে নির্বাচন করানো যেখান থেকে প্রায় ১.৬ লক্ষ প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েতে নির্বাচিত স্থান পাবে। রাজ্য অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে অনেক রাজ্যে।
তবে সাংবিধানিক বিধানের বাস্তবায়িত করা রাজ্য সরকারগুলির ইচ্ছাধীন। সংবিধানের একাদশ তফশিলে অন্তর্ভূক্ত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হলো পঞ্চায়েতের শক্তিশালীকরণের কর্মহস্তান্তর ও কর্মচারী তহবিল। অপরটি হলো পঞ্চায়েতের সক্রিয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা।
রাজ্যগুলির উভয় ক্ষেত্রে এই চুক্তির পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যবস্থায় অন্যান্য রাজ্যগুলিকে আমাদের সাথে একসাথে নিয়ে চলতে হবে। এবং কিছু কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে।

সরল আদিবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণের জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় এবং এই কাজের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারিরা অভিযুক্ত। আপনার সরকার কী পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো এই ক্ষেত্রে বিদেশী অর্থের যোগানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছেন কীনা?

খ্রীষ্টান মিশনারিরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কাজ করেছে, যা কখনই অস্বীকার করা যাবে না। সমস্যার শুরু হয়েছে যখন থেকে মিশনারিরা আদিবাসীদের ধর্মের বিষয়ে অনধিকারচর্চা করতে শুরু করেছে। এটাই উত্তেজনার কারণ। জোর করে ধর্মান্তকরণ সম্পূর্ণরূপে আইন বিরোধি। আমাদের প্রত্যেকেরই দেশের আইনের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। বিদেশি অনুদান ও ধর্মান্তকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আমার মন্ত্রালয়ের অধীনের কাজ নয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই বিদেশি অর্থের ব্যাপারে বলতে পারবে।

আপনার মন্ত্রালয় উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

আমি অনেকবার উত্তর-পূর্ব ভারতে অনেকবার গিয়েছি ওখানকার মানুষদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের মন পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। আমরা ধাপে ধাপে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমান, রেল, ও সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে চলেছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকেরা সর্বদা
ভাবে তারা উপেক্ষিত হয়ে চলেছে কিন্তু আমার সরকার গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে তাদের সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করে চলেছে এবং আমাদের সরকারের প্রধান সাফল্য হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষদের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে।

আদিবাসীরা মাওবাদী দমনের নামে নিপীড়িত হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কী মতামত?

মাওবাদী সমস্যা বর্তমানের সব থেকে বড় ঘটনা। মাওবাদীরা সেই সব আদিবাসীদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে যারা জেনে বা না জেনে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। আমাদের সরকার এই সমস্যার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা হোক কিন্তু নির্দোষ আদিবাসীরা যেন কোনো ভাবেই বিনা অপরাধে শাস্তি না পায়। আদিবাসীদের উন্নয়ন স্বার্থে সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আদিবাসীদের হৃদয় ও মন জয় করা।

আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?
সরকার বহুমুখী কৌশলের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি কে এমন ভাবে সংরক্ষণের প্রয়াস করছে যা সুনিশ্চিত ভাবে তাদের পুরাতন সংস্কৃতির স্বরূপ কে বজায় রাখবে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তর-পূর্বে এবং উড়িষ্যায় সব থেকে বেশি আদিবাসী সমাবেশ দেখা যায়। কার্যত, উড়িষ্যায় ৬৪ ধরণের আদিবাসী সম্প্রদায় দেখা যায় যাদের নানা ভাষা, বসবাসের নানা ধরণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র। আমাদের আদিবাসী সংস্কৃতির উপর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আর ও প্রসারিত করে এমন একটি সংরক্ষণের পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই প্রাচীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরা যাবে।

আদিবাসীদের পুনরবাসন ও [R&R] আদিবাসী অধিকার রক্ষার জন্য কি কি পরিবর্তনের প্রয়োজন ??

অটলবিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে তাঁর অধীনে উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে আমার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল জমির বিনিময়ে জমি নীতি। বর্তমানে এই রকমের নীতিই প্রয়োজন। আদিবাসীদের মৌলিক অধিকারগুলি কে যে কোনো মূল্যেই মর্যাদা দিতে হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দিয়ে আদিবাসীদের পুনরবাসিত করা সবার আগে অগ্রাধিকার পাবে যে কোনো প্রকল্প আসার আগে। যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত করার আগে আদিবাসীদের সম্মতি বাধ্যতামূলক। উপজাতীয় অঞ্চলে তাদের জমি, জঙ্গল ও বাসস্থানের ব্যাপক হস্তান্তকরণ ঘটেছে। আদিবাসীরা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ে ভুক্তভোগী। আমার সরকার এই ব্যাপারে ওয়াকিবহল এবং এই সমস্যার সঠিক সমাধান করে সুসংহত উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আদিবাসীরা যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলি থেকে বঞ্চিত রয়েছে সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য আপনার সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

আদিবাসীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ধরণের সরকারি প্রকল্প আছে। মডেল স্কুলগুলিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ভাতা বাড়ানো হয়েছে। তিনটি ধাপে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি বাড়ানো হচ্ছে। আদিবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।

ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্য পরিসেবার সূত্রপাত করেছে আদিবাসীরাই । আপনার মন্ত্রক কী কী পরিকল্পনা নিয়েছে এই ধরণের ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্য পরিসেবাকে বর্তমানে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ?

আমাদের মন্ত্রালয় ঐতিহ্যবাহী ঔষধি ধারাকে রক্ষা করে যাচ্ছে, যা সর্বদাই অগ্রাধিকার পায়। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০টি আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যাদের কে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে যাতে গাছগাছালির উপর গবেষণা করে ঐতিহ্যবাহী ঔষধির ধারা, মনোদৈহিক ও ঐতিহ্যবাহী রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুসংহত উপজাতীয় উন্নয়ন সংস্থা **[ITDA]** ও সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পকে **[ITDP]** আরো শক্তিশালী করাই হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে।

বিপিএল তালিকাভুক্ত উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকায় শক্তি সরবরাহ এখনও দূরবর্তী স্বপ্ন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

আমার মনে হয় তাদের কাছে শক্তি সরবরাহ করা হবে সৌরশক্তি ও মাইক্রো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে।

বনবন্ধু কল্যাণ যোজনার সূচনা

কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের কল্যাণার্থে বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা চালু করে-ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জনজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রীদের একটি আলোচনা সভায় মাননীয় কেন্দ্রীয় জনজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম বলছেন, এই যোজনাটি পাইলট ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, - তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যগুলির এক একটি নির্দিষ্ট ব্লকে সূচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১০ কোটি টাকা প্রত্যেকটি ব্লকের আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করে-ছ। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সুপারিশ অনুযায়ী যেখানে শিক্ষার হার খুবই কম সেই ব্লকগুলিকেই এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত করা হবে। অতঃপর তিনি এটাও জানান যে এই যোজনাটির সূচনা মূলতঃ তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য জাতির মধ্যের মানব উন্নয়ন সূচক এবং বুনিয়াদি উন্নয়ন সূচকের পার্থক্য কে সুনির্দিষ্ট করে। প্রাথমিকভাবে এই ব্লকগুলির মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ জনসংখ্যা আদিবাসী হতে হবে।

শ্রী জুয়াল ওরাম আরো জানিয়েছেন যে, তাঁর দপ্তর আদিবাসীদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন পণ্য ও সেবা শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে, - যেমন সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি। এই কাজের জন্য রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করবে যা মূলতঃ ব্যবহার করা হবে এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালীকরণের কাজে।

এছাড়াও তিনি জানান যে এমন একটা ব্যবস্থার প্রচলন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র বনজ্ সম্পদের উৎপাদন ও দাম (MFP) ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে চাহিদা ও জোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম আরো জানান যে তার মন্ত্রক এই ঘটনার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে এটি সুনিশ্চিত হয় যে নিরীহ বনের অধিকর্তারা যেন - কোনো ভাবেই তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

এইসব প্রকল্পে এম.এফ.পির সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট রাজ্য অনুযায়ী সূচীত হয়েছে। তিনি আরো জানান যে এই ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছ যা বর্তমান সময়ের ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন মাণ্ডির এম.এফ.পির (MFP) বর্তমান মূল্যকে নির্দেশ করবে ।

এম.এফ.পিতে অন্তর্ভুক্ত ১২টি নিম্নলিখিত পণ্যগুলি হলো যথাক্রমে,

১. তন্দু পাতা ২. বাঁশ ৩. মহুয়ার বীজ ৪. শাল পাতা ৫. শাল বীজ ৬. লাক্ষা ৭. চিরানজী ৮. বন্য মধু ৯. মাইরুবালিন ১০. আমলকি ১১. আঠা (কারায়া আঠা)

১২. কারানজি।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী আরো জানান যে এই বন-অধিকার আইনটি একটি যুগান্তকারী আইন যা আদিবাসীদের এবং জঙ্গলে বসবাসকারী অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের প্রাপ্ত অতীত থেকে স্বীকৃত অধিকারকে মান্যতা দেয়। জানানো হয়েছে যে ২০১৪-র জুন অবধি বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার জন্য দায়ের করা নথির থেকে ৩৭.৬৯ লক্ষ মানুষ ব্যক্তি অধিকারের আওতায় এবং এবং প্রায় ২২,২০০ টি সম্প্রদায় এর দ্বারা লাভবান হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম সভায় আরো জানান যে কেন্দ্র অধিগৃহীত নীতিগুলির মধ্যে একটি মূল নীতি হলো বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনের মতো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে অন্যান্য উপজাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। অপর একটি প্রস্তাব হলো ভুবনেশ্বরে কেন্দ্রীয় উপজাতীয় মন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃত একটি উপজাতীয় বিষয়ক জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত উপজাতীয় বিষয়ক সংস্কৃতির গবেষণা করা সম্ভব হবে।